হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

আব্দুল হামীদ মাদানী

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সবটাতেই এ্যালকুহল আছে।

তা যদি হয়, তাহলে সে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা ও তা বিক্রয় ও তার ব্যবসা করা বৈধ নয়। যেহেতু ইসলামে এ্যালকুহল তথা মাদকতা আনয়নকারী বস্তু হালাল নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إن الله خلق الداء و الدواء ، فتداووا ، و لا تتداووا بحرام)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ রোগ ও ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর। তবে হারাম কিছু দিয়ে চিকিৎসা করো না।" *(সিঃ সহীহাহ ১৬৩৩নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সে জিনিসে তোমাদের আরোগ্য রাখেননি, যে জিনিসকে তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন। *(বুখারী)*

এর মানে এই নয় যে, এ্যালকুহল হারাম নয়। যেহেতু তাতে রোগ ভালো হয়। উদ্দেশ্য কোন হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করো না। হালাল বস্তুতেই ঐ রোগের চিকিৎসা ও আরোগ্য আছে।

মদ হারাম, অথচ তাতে মানুষের উপকার আছে। কিন্তু উপকারের চাইতে অপকারের মাত্রা বেশি, তাই তা হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} (٢١٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' *(বাক্বারাহ ঃ ২১৯)*

তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(মায়িদাহ ঃ ৯০)*

জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামানের এক শহর জাইশান থেকে (মদীনায়) আগমন করল। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার দেশের লোকেরা পান করে এমন ভুট্টা থেকে প্রস্তুত 'মিয্‌র' নামক এক পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তা কি মাদকতা আনে?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম। আর যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান করাবেন।" *(মুসলিম ২০০২নং, নাসাঈ)*

"যে বস্তুর বেশী পরিমাণ মাদকতা আনে, তার অল্প পরিমাণও হারাম।" *(আহমাদ, সুনান আরবাআহ, সহীহুল জামে' ৫৫৩০নং)*

বলা বাহুল্য, কোন চিকিৎসকের জন্য এ্যালকুহল দ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ নয়।

বৈধ নয় কোন রোগীর জন্য তার দ্বারা চিকিৎসা করানো। অবশ্য নিরুপায় হলে আলাদা কথা। অন্য চিকিৎসা না পেলে, সে চিকিৎসা জান বাঁচানোর তাকীদে বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (١١٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(আন্‌আম ঃ ১১৯)*

বিদিত যে, রোগী নিরুপায় হয়ে অবৈধ ওষুধ খেতে পারে। কিন্তু কোন ডাক্তার হারাম দ্বারা চিকিৎসা করতে বা তার মাধ্যমে উপার্জন করতে নিরুপায় হতে পারেন না।

প্রকাশ থাকে যে, এ্যালকুহল না খেয়ে দেহে লাগিয়ে চিকিৎসা করার ব্যাপারটাও বিতর্কিত। তবুও লাগিয়ে চিকিৎসা করার ব্যাপারটা খেয়ে চিকিৎসা করা অপেক্ষা অনেক হাল্কা।

আর আল্লাহই ভালো জানেন।